

**Political Economy of Private Television
Channels:
Bangladesh Perspective
-Jubayer Ibn Kamal**

Political Economy of Private Television Channels: Bangladesh Perspective

ফরাসি অর্থনীতিবিদ আন্তুয়ঁ দ্য মঁক্রেতিয়ে প্রথম ‘পলিটিক্যাল ইকোনমি’ শব্দটি ব্যবহার করেন। যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি ‘রাজনৈতিক অর্থনীতি’। যে কোন রাজনৈতিক আলোচনাতেই যখন পুঁজিবাদের ধারণা অর্থাৎ মজুরি, মুনাফা, পুঁজি ইত্যাদি চলে আসে তখন স্বাভাবিক ভাবেই এটি রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্যকার আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে প্রায় সকল বিষয়েই রাজনৈতিক অর্থনীতি বা পলিটিক্যাল ইকোনমির বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়ে পরেছে। বিশেষ করে গণ মাধ্যম এবং মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে যোগাযোগের যে ধারা, সেখানেও পলিটিক্যাল ইকোনমির স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এখন প্রশ্ন আসতে পারে, গণ মাধ্যমে কীভাবে পলিটিক্যাল ইকোনমি প্রাসঙ্গিক হতে পারে? আরও সহজ ভাবে প্রশ্নটি করলে এমন দাঁড়ায়, কীভাবে পলিটিক্যাল ইকোনমিকে গণ মাধ্যমের নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায়? এই উত্তরটি দেয়া খুব একটা কঠিন নয়। পৃথিবীর গণ মাধ্যমের ইতিহাস ঘাটলেই পুঁজিবাদের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দৃষ্টিগোচর হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কৌশলের কারণে কিছুটা আড়াল থাকলেও পলিটিক্যাল ইকোনমির আলোচ্য তত্ত্বগুলো দিয়ে বিশ্লেষণ করলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে পরে। আমরা চাই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের রাজনৈতিক অর্থনীতি আলোচনা করতে। তবে তার আগে ফিরতে চাই ইতিহাসের একটি বিশেষ সময়ের দিকে।

মুদ্রন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিল্পে ব্যাপক ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো। ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তার লেখা বিখ্যাত প্রবন্ধে যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে শিল্পকলা নিয়ে যেই আলোচনা করেছিলেন তাতেই সূক্ষ্মভাবেই পরিবর্তনগুলোর আভাস পাওয়া যায়। ১৮৩৩ সালে বেঞ্জামিন ডে নামের একজন ব্যক্তি যখন নিউ ইয়র্ক সান নামের পত্রিকা বাজারে আনেন, তখন তিনি পত্রিকার ধারণাই বদলে দিয়েছিলেন। যাকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা পলিটিক্যাল ইকোনমির সঙ্গে গণ মাধ্যমের যোগাযোগের সূত্র বুঝতে পারবো।

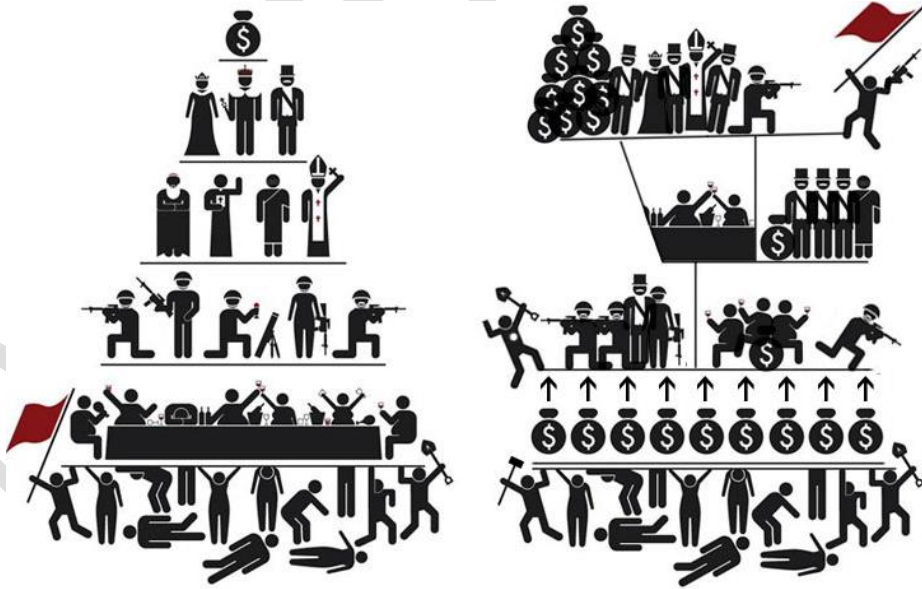
নিউ ইয়র্ক সানের বেঞ্জামিন ডে প্রথমদিকে ভাবছিলেন কীভাবে পত্রিকাগুলো খুব কম টাকায় গ্রাহকের জন্য ছেড়ে দেয়া যায়। যেহেতু তখন পত্রিকার পুরো খরচ ওঠানো হতো গ্রাহকের পরিশোধিত মূল্য দিয়ে, তাই স্বাভাবিক ভাবেই পত্রিকাগুলোর দাম হতো ধরা ছোঁয়ার অনেক বাইরে। তিনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির যেই ধারণাটি সামনে আনেন, সেটিকে আমরা ইংরেজিতে সাংবাদিকতা ও গণ মাধ্যমের ভাষায় ‘পেনি প্রেস’ (Peny Press) বলে থাকি। যেই ধারণা আজও পৃথিবীতে প্রচলিত।

কিন্তু বিভিন্ন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া বিজ্ঞাপন আনার তেমন কোন উপায় ছিলো না। যেহেতু বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের পণ্য বা অন্যান্য বিষয়ের প্রচার করার জন্য পত্রিকাকে আর্থিক মূল্য প্রদান করতো, তাই স্বয়ংক্রিয় ভাবেই পত্রিকার সঙ্গে বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অদৃশ্য সম্পর্ক গড়ে উঠতো। যেহেতু বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গণ মাধ্যম বা পত্রিকা দু’পক্ষ দ’পক্ষকে সহযোগিতা করছে, সেহেতু এক পক্ষের

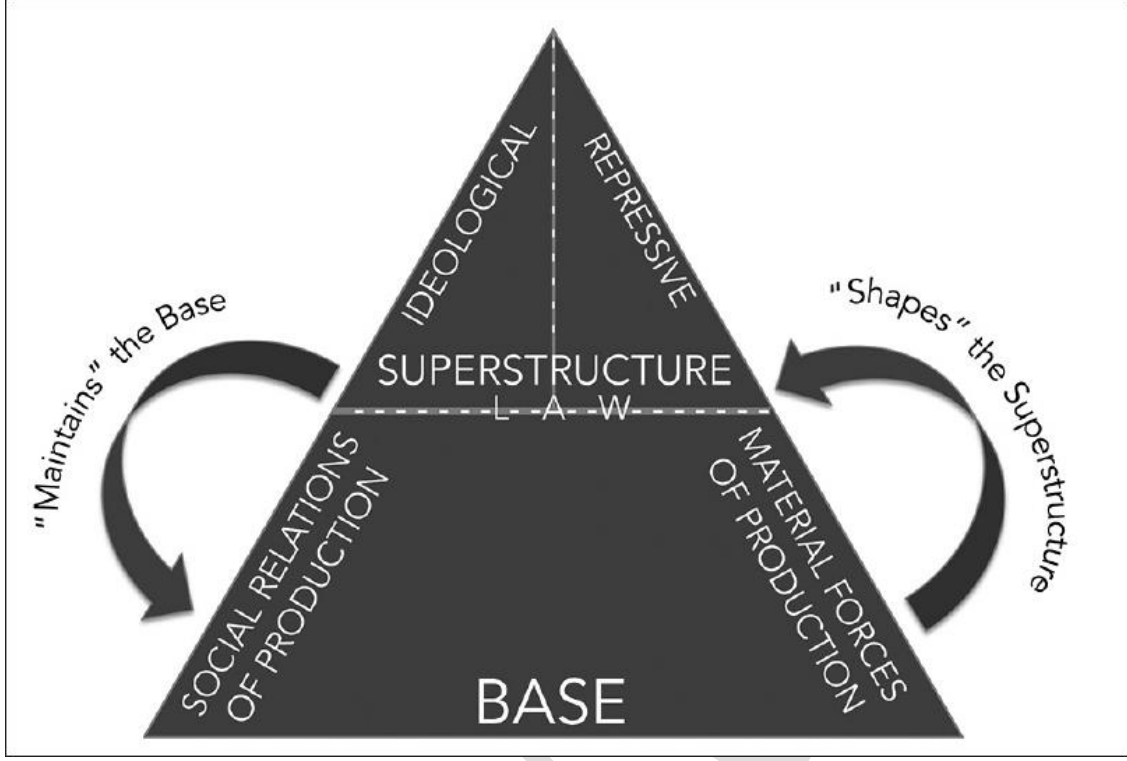
প্রতিযোগিতায় আরেক পক্ষকে নামতে হতো। আরও সহজ করে বললে, কোন বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সামনে যদি নতুন ধরণের পণ্য এসে তাদেরকে প্রতিযোগিতায় ফেলে দিতো, তবে তাদের হয়ে পত্রিকাও সেই বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বাজারে টিকিয়ে রাখতে নিজেদের মত ভূমিকা পালন করতো। যদিও তা সাংবাদিকতার নৈতিকতার কোন অংশতেই গ্রহনযোগ্য নয়। কিন্তু পুঁজিবাদের অদৃশ্য বন্ধনে এছাড়া আর কিছু করার থাকতো না।

বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পত্রিকার সম্পর্কের ইতিহাসের এই অংশটুকু আমাদের আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। আমরা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেসরকারি টেলিভিশনগুলোর পলিটিক্যাল ইকোনমি বুঝতে হয়তোবা আমাদের ইতিহাসের এই অংশটুকু কাজে লাগবে। এখন একদম মূল বিষয়ে ফেরার আগে কিছু তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন বলে বোধ করি। যেসব তত্ত্বের উপর রাজনৈতিক অর্থনীতি বা পলিটিক্যাল ইকোনমির ধারণা দাঁড়িয়ে আছে।

উদারপন্থী যাদেরকে ইংরেজিতে ডাকা হয় ‘লিবারেল প্লুরালিস্ট’, তারা মনে করতেন গণ মাধ্যম সব সময়ই হবে মুক্ত। গণ মাধ্যম মানুষের ক্ষতির কারণ হবে না কখনই। এমনকি মানুষের প্রত্যেকটি শ্রেণী ও সংস্কৃতির মানুষদের জন্য সমান ভাবে কন্টেন্ট নির্মাণ করবে গণ মাধ্যম। একজন শুল্লে মানুষের জন্য টেলিভিশনে যতটা না আয়োজন থাকবে, ঠিক সমান আয়োজন থাকবে পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্যও। কোন শ্রেণী, পেশা বা গোষ্ঠীর মানুষ যেন নিজেদেরকে গণ মাধ্যম থেকে বিচ্যুত মনে না করেন। তবে আধুনিক গণ মাধ্যমগুলোতে বিশেষ করে বেসরকারী গণ মাধ্যমগুলোতে লিবারেল প্লুরালিস্টদের ধারণা করা আদর্শিক দৃশ্যগুলোর উপস্থিতি পাওয়া যায় না।



কিন্তু কার্ল মার্ক্সের পলিটিক্যাল ইকোনমির ধারণা থেকে আমরা বর্তমান সময়ের গণ মাধ্যমকে ব্যাখ্যা করতে পারি। তিনি একটি পিরামিডের দ্বারা সমাজের পলিটিক্যাল ইকোনমির দুটো অংশকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। নিচের অংশটি অর্থাৎ Base-কে তিনি বলেছিলেন অর্থনীতি। আর উপরের অংশ (Superstructure), যা দাঁড়িয়ে আছে Base-এর উপর, সেখানে নিহিত আছে বিশ্বাস, আদর্শ, মতাদর্শ ইত্যাদি। অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শিক ভাবনা, মতাদর্শ ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভর করে সমাজের অর্থনৈতিক বাস্তবতার উপর।



কার্ল মার্ক্সের পলিটিক্যাল ইকোনমির ধারণা

এই ধারণাটি গণ মাধ্যমের মধ্যে নিয়ে এলে বোঝা যায়, একটি গণ মাধ্যমের চ্যানেলের কন্টেন্টগুলো কেমন হবে, সেটি অনেকটা যিনি Base বা মালিক তার উপর নির্ভর করে। যার হাতের উপর পত্রিকা বা টিভি চ্যানেল অথবা রেডিও চ্যানেলটি দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাধ্যমের আয়োজনগুলোর দর্শন কেমন হবে, কারা সেসব আয়োজনে অংশ নেবেন, সব কিছুই যেন মালিকানাধীন সংস্থার অদৃশ্য ইশারায় হয়ে থাকে। সহজ ভাবে বললে, কার্ল মার্ক্সের এই পিরামিড আকৃতির পলিটিক্যাল ইকোনমির ধারণা গণ মাধ্যমে নিয়ে এলে Base অংশটি মালিকানাধীন অংশে রূপান্তরিত হয়। আর মালিকের চিন্তা ও অবস্থার উপর ভিত্তি করে সবগুলো কন্টেন্ট নির্মিত হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে অবশ্য কার্ল মার্ক্সের এই ধারণার সঙ্গে কিছুটা নতুনত্ব জুড়ে দিয়ে আরেক ধরনের ধারণাও পাওয়া যায়। ইংরেজিতে New-Marxist নামের এই ধারাতে পিরামিডের এই চিত্রকে কিছু সময় পাল্টে দেয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের বেসরকারি টিভিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, বেশিরভাগ টেলিভিশনেরই মালিক বিভিন্ন অপরাধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অভিযুক্ত। এছাড়াও অনেকগুলো কর্পোরেট কোম্পানির নিজস্ব মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেসব কোম্পানির একটি ‘প্রচার যন্ত্র’ হিসেবে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়; টেলিভিশন মালিক পক্ষের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক হিসেবে করে টেলিভিশনে সরকারের কর্মকাণ্ড নিয়ে সংবাদ প্রচার করতেও দেখা যায়।

বাংলাদেশের বেসরকারি টেলিভিশনগুলোর দিকে তাকালে বয়স ও ধারাবাহিকতার হিসেবে এটিএন বাংলাকে তালিকায় রাখতে হয় শুরুর দিকেই। পলিটিক্যাল ইকোনমি বিশ্লেষণ করলে এটিএন বাংলার কন্টেন্ট ও চ্যানেলের আচরন পুরোটাই মালিকানাধীন ইশারার উপর নির্ভর করে বলেই স্পষ্ট হয়। উদাহরণ হিসেবে কিছু ঘটনা সামনে আনা যেতে পারে।

এই দশকের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি হলো, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা। সেই হত্যার পরবর্তী সময়ে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান বেশ কিছু বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দেন। খুনের অনেক বিস্তারিত খুঁটিনাটি তিনি বলেন, যেসব বক্তব্যের কারণে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ছিলো অপরিহার্য। কিন্তু সেসময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের তদন্ত কর্মকর্তাদের তার ব্যাপারে শিথিলতা দেখা যায়। এমনকি গণ মাধ্যমের অন্যান্য সহকারীদের অনেক বেশি সমালোচনার মুখে জিজ্ঞাসাবাদের আয়োজন করা হলেও পুলিশের দফতরে কখনই ডাকা হয়নি মাহফুজুর রহমানকে। বরং তার অফিসে কিছুটা অনাড়ম্বর ভাবে মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যদিও সেখানে এটিএন বাংলার ক্যামেরা ছাড়া কোন টিভির ক্যামেরা ঢোকানো অনুমতি দেয়া হয়নি। অথচ অন্যান্য স্বাক্ষীদেরকে ডাকা হয়েছিলো পুলিশের দফতরে। কেন তার সময়ে এরকম বৈষম্যমূলক আচরণ? এই উত্তরে অনেকেই ধারণা করেন সেসময় ক্ষমতাসীন কিছু মানুষের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে ওঠার কারণেই তিনি সেসময় এরকম আচরণ পেয়েছিলেন।

এমনকি বার বার সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে তাকে গ্রেফতার করার জন্য আবেদন করা হলেও পুলিশ সেদিকে কান দেননি। তিনি কেন বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে জানতে চায়নি পুলিশ। বরং সেসময়ে যেসব সাংবাদিক তার বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, তাদের অনেকেই পরবর্তীতে চাকরিচ্যুত ও বঞ্চিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

<https://bangla.bdnews24.com> › [articl...](#) - Translate this page

মাহফুজুর রহমানের গ্রেপ্তার দাবি সাংবাদিকদের - Bdnews24

Jun 5, 2012 — সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যাকাণ্ড নিয়ে এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ...

<https://statewatch.net> › [post](#) - Translate this page

সাগর-রুনি হত্যা : মাহফুজুর রহমানের ভূমিকা কতটা বিতর্কিত ছিল?

Dec 19, 2020 — নূর নবী দুলাল, হামবুর্গ : এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান। সাগর-রুনি ...

<https://m.somewhereinblog.net> › [blog](#) - Translate this page

সাগর রুনির হত্যার চাঞ্চলকর তথ্য দিলেন এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান ...

সাগর রুনি খুন নিয়ে এবার প্রথমবারের মত মুখ খুল্লেন এটিএন চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান।

সেসময়ে মাহফুজুর রহমানের বিরুদ্ধে সাংবাদিকরা সরব থাকলেও কিছুই হয়নি

ব্যক্তি মালিক হিসেবে মাহফুজুর রহমানের প্রভাব শুধুমাত্র বাহ্যিক ভাবেই নয়; বরং সেটি দেখা গিয়েছে প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাঝেও। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি প্রচন্ড আলোচিত হয়েছেন নিজের গানের কারণে। প্রায় প্রতি ঈদে তিনি এটিএন বাংলায় একক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে এটিএন বাংলার প্রাইম টাইমের খবরগুলোতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসেবে অনুষ্ঠানের কথা প্রচার করা হয়। যেটি সাংবাদিকতার নীতি বিরোধী। তাছাড়া দক্ষতার জায়গা থেকে স্পষ্টতই তিনি দক্ষ শিল্পী নন। অন্য কেউ এই দক্ষতায় গান গাইলে আদৌ এটিএন বাংলা কখনও গান প্রচার করতো কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র মালিকানার প্রভাবে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে নিয়মিত ভাবে নিজের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছেন।

এছাড়াও এটিএন বাংলায় আয়োজিত টক-শোতেও অতিথি হিসেবে তাকে অংশ নিতে দেখা যায়। যেখানে জনপ্রিয় সাংবাদিক মুন্সী সাহার উপস্থাপনায় গান নিয়ে বিভিন্ন কথা অতিথি হিসেবে তাকে বলতে দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই এহেন কর্মকান্ড গণ মাধ্যমের উপর থেকে মানুষের আস্থা হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু পলিটিক্যাল ইকোনমির ধারণা থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা বাংলাদেশের বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে মালিকের প্রভাব আরও দেখতে পাই। এমনই একটি টিভি চ্যানেল হলো- মাই টিভি।



গানের দক্ষতা না থাকলেও একক গানের অনুষ্ঠান প্রচার করেন তিনি

মাই টিভির চেয়ারম্যান ছিলেন তৌহিদ আফ্রিদি। যিনি কিনা বয়সে তখনও কৈশোর পার করেননি। মাই টিভির কর্ণধারের পুত্র তৌহিদ আফ্রিদির বিভিন্ন স্কুলের ইভেন্টে যাওয়া থেকে শুরু করে ইউটিউবে তার ভিডিও আসার খবরও একসময় প্রচার করতে মাই টিভি। তাছাড়া মাই টিভির একাধিক আয়োজনে তৌহিদ আফ্রিদির সঞ্চালনা দেখা যেতো। যদিও তিনি তখনও সঞ্চালনা করার মত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কোনটাই ছিলেন না।



মাই টিভিতে প্রচারিত একটি অনুষ্ঠানে তৌহিদ আফ্রিদি

এছাড়াও বাংলাদেশী বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর মধ্যে বিজ্ঞাপন দাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পারস্পরিক (corresponding) সম্পর্ক গড়তে দেখা যায়। যেসব বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়মিত টেলিভিশনগুলোতে বিজ্ঞাপন দেয়, সেসব প্রতিষ্ঠানের কোন নেতিবাচক খবর সাধারণত টেলিভিশনে প্রচার করতে দেখা যায় না। গত বছর কর্পোরেট কোম্পানি বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীরের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগ উঠে। পরবর্তীতে আনভীরের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও হত্যা মামলাও দায়ের করা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার ছবি এমনকি ফাঁস হয়ে যাওয়া কল রেকর্ড ঘুরতে থাকলেও গণ মাধ্যমে তার নামের স্থানে ‘ব্যবসায়ী পুত্র’ হিসেবে প্রচার করতে থাকে গণ মাধ্যমগুলো। স্পষ্টতই অভিযুক্তের নাম এভাবে আড়াল করে যাওয়ার মত অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটেছে বেসরকারি গণ মাধ্যমে। শুধু তাই নয়; বসুন্ধরা গ্রুপের অর্থায়নে চলা একটি টেলিভিশন চ্যানেল ‘নিউজ টুয়েন্টি ফোর’, দায়ের করা মামলাটি অবৈধ এরকম মর্মে খবর প্রচার করে। স্পষ্টতই তা বিজ্ঞাপন দাতা ও মালিক পক্ষের সঙ্গে (Corresponding) সম্পর্ককে বজায় রাখার একটি পদক্ষেপ মাত্র।



গত ৬ সেপ্টেম্বর মুনিয়ার মৃত্যু নিয়ে যে হত্যা, ধর্ষণের মামলা ৮নং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা হয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের লঙ্ঘন। সংবিধানের ৩৫ ধারা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৪ ধারা লঙ্ঘন করে এই মামলাটি করা হয়েছে বলে আইনজ্ঞরা বলছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ ধারায় বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বলা হয়েছে। ৩৫(২)-এ বলা হয়েছে, ‘এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না’।

গত বছর মামলা চলাকালীন সময়ে প্রচারিত একটি খবর
সূত্র- নিউজ টুয়েন্টি ফোর

এই খবরটির দিকে তাকালে দেখা যায়, স্পষ্টভাবে একদম ইন্ট্রো থেকেই মামলাটি যে গ্রহনযোগ্য নয়; তা প্রমান করার জন্য সংবিধানের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। সংবিধান ও ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা উল্লেখ করে আইনি বিশ্লেষণ কখনই অন্য কোন ঘটনার ব্যাপারে এই চ্যানেলকে করতে দেখা যায়নি।

তবে এখানে প্রশ্ন আসে, প্রায় প্রত্যেকটি গণ মাধ্যমই কেন তাহলে অভিযুক্তের নামের স্থানে 'শিল্পপতির বা ব্যবসায়ী পুত্র' হিসেবে উল্লেখ করা হলো? সবাই তো আর বসুন্ধরার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নয়, তবে? এক্ষেত্রে সহজ উত্তরটি হলো- বিজ্ঞাপন দাতা। বসুন্ধরার মত গ্রুপের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান, যাদের পন্যের বিজ্ঞাপন নিয়মিত প্রচার করে থাকে বেসরকারি পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলো। স্বাভাবিক ভাবেই, নিজেদের বিজ্ঞাপনদাতার বিরুদ্ধে খবর প্রচার করার কারণে বিশাল সংখ্যক অর্থের বিজ্ঞাপন হারানোর একটি ভয় ছিলো। সেই আশঙ্কা থেকেই বেসরকারি টেলিভিশনগুলোর মধ্যে বিজ্ঞাপনদাতা গোষ্ঠীর ব্যাপারে একটি 'সুসম্পর্ক' সবসময় দেখতে পাওয়া যায়।

মডার্ন প্রোপাগান্ডা নামের একটি তত্ত্বে গবেষকরা বলেন যে, গণ মাধ্যম সাধারণত পাঁচটি আলাদা ফিল্টার ব্যবহার করে তাদের নিজেদের কন্টেন্টগুলো তৈরি ও প্রচার করে থাকে। সেগুলো হলো-

1. Ownership
2. Advertising
3. News Source
4. Flak
5. Anti-Communism

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি টেলিভিশনগুলোর দিকে তাকালে অধিকাংশ সময়ই এইসব ফিল্টারের বাস্তবিক ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মালিকানা, বিজ্ঞাপন দাতার বাইরেও তৃতীয় ফিল্টার- বার্তা সূত্র অর্থাৎ যেসব জায়গা থেকে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বিভিন্ন বার্তার তথ্য পেয়ে থাকে, সেসব সূত্রের ব্যাপারেও তাদের যথেষ্ট আলাদা রকমের আচরণ করতে দেখা যায়। তাছাড়া চতুর্থ ফিল্টার- Flak তথা এসব কিছুর বাইরেও কিছু বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে গণ মাধ্যম সর্বদাই ভীত থাকে। এক্ষেত্রেও নিজেদের অনুষ্ঠানগুলোর সাজানোর ব্যাপারে তারা এই বিষয়গুলো মাথায় রাখে।

তাই স্বাভাবিক ভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতি বা পলিটিক্যাল ইকোনমির ধারণা সমাজের বিভিন্ন জায়গার মত গণ মাধ্যম বিশেষ করে বাংলাদেশি বেসকারী টেলিভিশনগুলো নিরিখে বিশ্লেষণ করলে মালিক সংস্থার প্রভাব, বিজ্ঞাপনদাতার ব্যাপারে শিথিলতা সহ বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। যেগুলো গণ মাধ্যমের ও সাংবাদিকতার নীতি বিরোধী। এতে করে উদারবাদী যেই গণ মাধ্যম চিন্তা এবং গণ মানুষের আস্থার জায়গা, দুই ভাবেই গণ মাধ্যমের নৈতিক জায়গার প্রতি প্রশ্ন ওঠে। এবং একটি আদর্শিক সমাজ গঠনে গণ মাধ্যমের বাস্তবতা যে খুব সুখকর নয়, তা বেরিয়ে আসে।